ইউনিট ৯

পাঠ্য বিষয় ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি

ভূমিকা

ধর্ম মানব জীবনের একটি অপরিহার্য বিষয়। ইহা মানুষকে জাগতিক, নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক জীবন উন্নয়নে সহায়তা করে। যে জীবনে মানবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ থাকে না বা তার অভাব ঘটে, সে জীবন কখনও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে না। সে মানুষের জীবনে দেখা দেয় অনেক প্রকার বিপর্যয় এবং তারা অন্যের জীবনে ও সমাজে সৃষ্টি করে নানাবিধ অনর্থ এবং অনাচার। ধর্মকে ধারণ এবং অনুশীলন করেই মানুষ তার মানবিক গুণাবলীর স্ফূরণ ঘটাতে সক্ষম হয়, জীবনে জাগে ন্যায়পরায়ণতা, সততা, শ্রদ্ধাশীলতা, বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা ও শৃংখলাবোধ। ধর্মীয় তত্ত্ব ও তথ্য জ্ঞান মানুষকে দেয় আধ্যাত্মিক জীবনে পথনির্দেশ। খ্রিস্টধর্ম যীশু খ্রিস্টের শিক্ষা আদেশ নির্দেশ ও জীবনাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত পবিত্র বাইবেল ইহার মূল উৎস। তাই খিস্টান শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই পাঠ্যসূচি অনুযায়ী খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠা ও গড়ে তোলা আমাদের কর্তব্য। তাতে তারা মানবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ হয়ে যেমন নিজেদের জীবনে সুখ শান্তি লাভ করবে, তেমনি অন্যের এবং সামাজিক জীবনেও বিভিন্ন সেবাম লক ও মঙ্গলজনক কাজকর্ম করে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনতে সক্ষম হবে। তাতে তারও অন্যের মানবিক জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। শিক্ষা হল একটি প্রক্রিয়া ও একটি দর্শন। পরিবর্তিত পরিবেশ ও মন মানসিকতার উপর নির্ভর করেই শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে সাজাতে হয়, যেন শিক্ষার্থীরা জীবনের লক্ষ্যে আকাংক্ষিত ফল লাভ করতে পারে। আর শিক্ষক শিক্ষিকরা হলেন তার চালিকা শক্তি ও আদর্শ। তাই খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষকদেরই প্রথমে আদর্শ চরিত্র, ধর্মানুরাগী ও বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ হতে হবে। তাঁদের প্রাত্যহিক আচরণিক ব্যবহার, শিক্ষা পদ্ধতি ও মন মানসিকতা শিক্ষার্থীদের সচেতন ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে। তাঁদের চাল-চলন, কথা-বার্তা ও জীবন-চরিত শিক্ষার্থীদের বলিষ্ঠ চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের মানুষ করে গড়ে তুলবে। তাই খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা ও আদর্শ চর্চা খ্রিস্টধর্ম শিক্ষকদের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই থাকা উচিত।

আলোচনার সুবিধার জন্য আলোচ্য ইউনিটটিকে চারটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৯.১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে ধর্মের প্রভাব

পাঠ- ৯.২ প্রাথমিক স্তরে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার পাঠ্যসূচি ও শিখন ফল

পাঠ- ৯.৩ খ্রিস্টধর্ম শিক্ষকের গুণাবলী

পাঠ- ৯.৪ খ্রিস্টধর্ম শিক্ষাকে শিশুদের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলার উপকরণ ও উপায়

পাঠ ৯.১

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে ধর্মের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ধর্ম শিক্ষকদের গুণাবলী বর্ণনা করতে পারবেন;
- ধর্ম শিক্ষাদানের দ্বারা শিক্ষার্থীদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও আদর্শে জীবন যাপন করতে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাতে পারবেন;
- ধর্ম শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন এবং মানবিক ও নৈতিক গুণে সমৃদ্ধ করে উত্তম মানুষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

বিষয়বস্তু

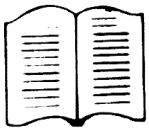

একটি চারাগাছকে যেমন সঠিকভাবে যত্ন নিলে ও পরিচর্যা করলে সেটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠে এবং ফুলে ফলে ভরে উঠে, তেমনি একটি মানুষের জীবনও ছোট বেলা থেকেই যদি ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক স্কুলেই ধর্ম শিক্ষা ও নৈতিকজ্ঞানে উৎসাহিত করা যায় এবং অনুপ্রেরণা যোগানো হয়, তাহলে তারাও নিজ নিজ জীবনে আশানুরূপ ফললাভ করবে এবং নিজ নিজ ব্যক্তি জীবনে এবং সামাজিক ও জাতীয় জীবনে বয়ে আনতে পারবে প্রভূত সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। তারাও মানবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণে গুণান্বিত হয়ে চরিত্রবান ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষরূপে গড়ে উঠবে। ফলে তারা স্বার্থপরের মত শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে না বরং প্রতিবেশী ও দেশের গণমানুষের কল্যাণকর কাজেও আত্মনিয়োগ করে মানুষ ও সমাজের অনেক মঙ্গল সাধন করতে পারবে।

খ্রিস্টধর্ম খ্রিস্ট যীশুর জীবনাদর্শ, শিক্ষা, উপদেশ ও কর্মকাণ্ডের উপরই প্রতিষ্ঠিত। প্রাথমিক পর্যায় থেকেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের যদি পবিত্র বাইবেল ভিত্তিক প্রভু যীশুর জীবন চরিত্র কার্যাবলী ও শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে সাধু সাধ্বী ও দেশ বরেণ্য মনীষীদের জীবন কথা ভিত্তিক শিক্ষাদানে অনুপ্রাণিত করা যায়, তাহলে শিশুরা জীবনের প্রথম থেকেই পবিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা ও মানব সেবার কাজে উৎসাহিত হবে ও প্রেরণা লাভ করবে। তারা হিংসা-বিদ্বেষ, পাপ ও অন্যায় কাজ পরিহার করে ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। এ জন্যই খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা খ্রিস্টান ছেলে মেয়েদের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

ধর্ম শিক্ষা ছেলে-মেয়েদের চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশেও একান্ত সহায়ক। বিদ্যালয়ে বই পুস্তকের জ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেও কোন লাভ নেই, যদি ছেলে মেয়েরা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও চরিত্রবান মানুষ না হয়। যত শিক্ষিতই হইনা কেন, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রহীন মানুষ পশুর সমান। ধর্ম শিক্ষা ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, ন্যায়-অন্যায় ও সৎ-অসৎ

জ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। এবং জীবনের মূল্যবোধ ও ন্যায়পরায়ণ এবং মানব কল্যাণকামী মনুষ্যত্বের গুণাবলী বিকাশে সমৃদ্ধ করে তুলে। তারা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রতি হয় অনুগত এবং পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি হয় শ্রদ্ধাশীল। সঠিকভাবে তারা নীতিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও সৎ চরিত্রের মানুষ হয়ে বেড়ে উঠে। তাই প্রাথমিক পর্যায় থেকেই খ্রিস্টান ছেলে-মেয়েদেরও খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য। এই শিক্ষার মাধ্যমেই তারা সত্যবাদিতা, দয়া, দানশীলতা, পরোপকার ও মানুষের প্রতি ভালবাসা, ক্ষমা ইত্যাদি খ্রিস্টীয় গুণাবলী অনুশীলন করতে শিখবে এবং হিংসা দ্বেষ, প্রতিশোদের চিন্তা, লোভ লালসা স্বার্থপরতা ইত্যাদি পরিহার করার পথ দেখতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানবিক শক্তি সঞ্চয় করবে। তারা যথার্থভাবে খ্রিস্ট বিশ্বাসী ও খ্রিষ্টানুরাগী হয়ে স্বগীয় জীবন লাভের পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা প্রয়োজন, কারণ .....।
   (ক) এখানেই ভাল শিক্ষা হয়
   (খ) এখানে ধর্মশিক্ষা ও খ্রিষ্ট বিশ্বাসের ভিত প্রস্তুত হয়
   (গ) উচ্চ শিক্ষার প্রেরণা জাগে
   (ঘ) শিশুরা পবিত্র থাকে

২. ধর্ম শিক্ষা.....গঠনের একান্ত সহায়ক।
   (ক) চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব (খ) অনেক ভাল চিন্তার মানুষ
   (গ) ভবিষ্যত শিক্ষার ভিত (ঘ) সমাজ ও সামাজিক জীবন

৩. খিষ্টধর্ম শিক্ষা মূলত .....শিক্ষা।
   (ক) নীতি শিক্ষা (খ) খ্রিষ্টীয় জীবনাদর্শ
   (গ) একমাত্র উত্তম শিক্ষা (ঘ) সম্পূর্ণ ভিন্নরকম শিক্ষা

৪. খ্রিষ্টধর্ম খ্রিস্টীয় বিভিন্ন ..... শিক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হবার পথ দেখায়?
   (ক) গুণাবলী (খ) উপমা
   (গ) কলাকৌশল (ঘ) কথা-বার্তা

৫. খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে ..... ভিত্তিক শিক্ষা হওয়া উচিত।
   (ক) মনীষীদের জীবন (খ) নীতি জ্ঞান
   (গ) শিক্ষক শিক্ষিকার আদর্শ (ঘ) পবিত্র বাইবেল

পাঠ ৯.২

প্রাথমিক স্তরে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার পাঠ্যসূচি ও শিখন ফল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শ্রেণিভিত্তিক খ্রিষ্টধর্মের পাঠ্যসূচি সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে পারবেন;
- বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি নিতে ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি যোগাড় করতে সক্ষম হবেন এবং
- প্রতিটি শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক ও উপযুক্ত গঠন দেয়ার জন্য মানসিক ও ব্যবহারিক প্রস্তুতি নিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

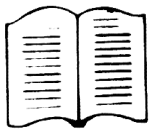

শিক্ষার্থীদের বয়স ও গ্রহণ শক্তি এবং পরিবর্তিত পরিবেশ ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী যে কোন পাঠ্য বিষয়ের পাঠ্য তালিকা স্থির করা ও শ্রেণিভিত্তিক সাজানো একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এবং অভিভাবকবৃন্দ সকলেই বিষয়বস্তুর উপর একটি পরিস্কার ধারণা থাকবে। এছাড়াও শিক্ষার্থীরা সারা বৎসরের শিক্ষণীয় বিষয়ের ধারণা নিয়ে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। শিক্ষকগণও শিক্ষাদানের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ত উদ্দেশ্য ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত হয়ে প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মানসিক ও ব্যবহারিক প্রস্তুতিও নেওয়া সম্ভব হয় এবং দায়িত্ব জ্ঞানেও সচেতন হন। ইহাতে মননশীলতা ও স্বচ্ছ চিন্তার সঙ্গে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত অর্থ এবং বিষয়বস্তু ভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে পারেন। তাঁরা পাঠদানের সঠিক প্রস্তুতি নিতে পারেন এবং পাঠের উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে পাঠকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আনুসঙ্গিক উপকরণাদিও সংগ্রহ করতে পারেন।

খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষার বিষয়বস্তুর তালিকা শ্রেণিভিত্তিক যথাযথ বিন্যস্ত থাকলে শিক্ষকগণ পাঠ্য বিষয়ের অর্থ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সকল ব্যবহারিক উপকরণাদি সহ মানসিক ও করণীয় প্রস্তুতি নিতে পারেন তা হল:

- উপযুক্ত সাধু-সাধ্বীর জীবনী সংগ্রহ;
- সংসার ত্যাগ, ঈশ্বর ভক্ত, মনীষী, সাধক-সাধিকা ও মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী ও জীবনাদর্শ পর্যালোচনা;
- ছবি, চার্ট ও বিভিন্ন রকম রঙিন চক সংগ্রহ;
- বিভিন্ন সম্পর্কিত নীতি জ্ঞান সম্পর্কিত গল্প ও উপমা কাহিনী পর্যালোচনা;
- অভিনয়, খেলা ও বিতর্কমূলক কথোপকথনের প্রস্তুতি;
- কবিতা, গান, ছড়া ইত্যাদি রচনা করা ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ এবং
- পরিশেষে বিষয়বস্তুর উপর মূল্যায়ন সূচক ছোট ছোট প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতি।

এভাবে প্রস্তুতিসহ পাঠদান করলে নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীরাও শিক্ষার অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিকভাবে অবহিত হবে এবং সার বিষয় আত্মস্থ করতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা সঠিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে উপযুক্ত মানবিক গুণাবলী সমৃদ্ধ মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে।

শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যসূচি

প্রথম শ্রেণি

১. সৃষ্টি ও মানব জাতির উৎপতি (আদি ১:১-৩১ পদ)
২. যীশুর জন্ম বৃত্তান্ত (লূক ১:২৬-৩৮ পদ, লূক ২:১-৩৮ পদ, মথি ২:১-২৩ পদ)
৩. অষ্ট কল্যাণ বাণী (মথি ৫:৩-১১ পদ)
৪. পাঁচ হাজার লোকের আহার দান (মথি ১৪:১৩-২১ পদ)
৫. যীশুর দুঃখ ভোগ ও মৃত্যু (লূক ২২ ও ২৩ অধ্যায়)

দ্বিতীয় শ্রেণি

১. আদম ও হবা আমাদের আদি পিতা-মাতা, এদোন উদ্যানে তাঁদের জীবন যাপন ও পতন (আদি ৩:১-২৪ পদ)
২. মোশীর জন্ম ও মিশরের দাসত্ব থেকে উদ্ধার (যাত্রা ২ ও ৩ অধ্যায়)
৩. যীশুর বাল্যকাল (লূক ২:৩৯-৫২ পদ)
৪. ক্ষমা (মথি ১৮:২১-৩৫ পদ)
৫. অন্ধ লোককে দৃষ্টিদান (মথি ৯:২৭-৩১ পদ)

তৃতীয় শ্রেণি

১. নোহ ও মহাপ্লাবন কাহিনী (আদি ৬:৮-২২ পদ)
২. ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা (যাত্রা ২০:১-১৭ পদ)
৩. যীশুর বাপ্তি (মথি ৩:১৩-১৩ পদ, মথি ৪:১-১১ পদ)
৪. গরীব বিধবার দান (মার্ক ১২:৩৮-৪৪ পদ)
৫. পক্ষাঘাত গ্রস্থ লোক (মথি ৯:১-৮ পদ)

৪র্থ শ্রেণি

১. অব্রাহামের মহা পরীক্ষা (আদি ২২:১-১৯ পদ)
২. শমূয়েলের জন্ম ও ঈশ্বরের আহবান (১ম শমূয়েল ১ ও ৩ অধ্যায়)
৩. যীশুর শিষ্য গ্রহণ ও শিষ্যদের দায়িত্ব (মথি ৯:৩৫ ও ১০:১৫ পদ)
৪. দশজন সুষ্ঠীকে শূচি করেন (লূক ১৭:১১-১৯ পদ)
৫. শৌলের মন পরিবর্তন (প্রেরিত ৯:১-১৮ পদ)

৫ম শ্রেণি

১. যোসেফ ও তাঁর ভাইয়েরা (আদি ৩৭-৩৯ অধ্যায়)
২. সিংহের গর্তে দানিয়েল (দানিয়েল ৫:১-২৮ পদ)
৩. দয়ালু শমরীয় (লূক ১০:২৮-৩৭ পদ)
৪. যায়ীরের মৃত কন্যাকে জীবন দান (মার্ক ৫:২১-২৪ পদ ও ৩৫-৪৩ পদ)
৫. যীশুর পুনরাত্থান ও স্বর্গারোহন (মথি ২৮:১-১৫, প্রেরিত ১:১-১১ পদ)
৬. পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণ (প্রেরিত ২:১-১৪ পদ)

মান বণ্টন

১. রচনামূলক প্রশ্নোত্তর -৫০
২. মূল্যায়নমূলক প্রশ্নোত্তর -৪০
৩. অংকন/ব্যবহারিক -১০

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষার বিষয়েও একটি পাঠ্যসূচি থাকা দরকার, ইহাতে .....।
   (ক) শিক্ষার্থীদের একটি পরিস্পষ্ট ধারণা জন্মে
   (খ) শিক্ষকের একটি পরিস্পষ্ট ধারণা জন্মে
   (গ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই একটি পরিষ্কার ধারণা হয়
   (ঘ) অভিভাবকদের জন্য সুবিধা হয়

২. একটি সুষ্ঠু পাঠ্যসূচির মাধ্যমে শিক্ষার অন্তর্নিহিত অর্থ ও লক্ষ্য–
   (ক) লিখা হয়
   (খ) আবিষ্কার করা যায়
   (গ) বুঝিয়ে দেওয়া হয়
   (ঘ) প্রত্যক্ষ করা হয়

৩. শিক্ষার বিষয়বস্তু সঠিকভাবে ..... সাজানো প্রয়োজন।
(ক) শ্রেণি ভিত্তিক
(খ) অর্থ ভিত্তিক
(গ) নিয়ম মাফিক
(ঘ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ভিত্তিক

৪. পাঠ্য বিষয়ের সুনির্দিষ্ট তালিকা থাকলে শিক্ষকগণ সঠিক পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় ..... প্রস্তুতি নিতে পারেন।
(ক) শারীরিক
(খ) শ্রেণি ভিত্তিক
(গ) অভিনয় বিষয়ে
(ঘ) মানসিক ও ব্যবহারিক

পাঠ ৯.৩

খ্রিস্টধর্ম শিক্ষকের গুণাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- খ্রিষ্ট ধর্মের একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে কি কি গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তা অনুশীলন করতে পারবেন;
- এই গুণাবলী শিক্ষার্থীদের জানাতে ও অনুশীলন করে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে ও জীবনযাপন করতে সাহায্য করতে পারবেন;
- নিজের আদর্শ ও জীবনাচরণ নিয়ে অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে ও প্রেরণা যোগাতে সক্ষম হবেন।

বিষয়বস্তু

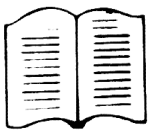

বর্তমান আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের যুগে মানুষের জীবন চরিত্র এবং মন-মানসিকতার ভীষণ ও দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের ঘূর্ণিপাকে পরে শিক্ষার্থী ছেলে-মেয়েদের জীবন এবং মানুষের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ভীষণভাবে দেখা দিচ্ছে। এই পরিবর্তনশীল দূষিত পরিবেশ ও অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে শিক্ষার্থীদের তথা সমাজের মানুষকেও আদর্শ শিক্ষকরাই রক্ষা করতে এবং সুন্দর ও সুস্থির পথ নির্দেশ করতে পারেন। এর জন্য খ্রিস্টধর্মের শিক্ষকদের অবশ্যই খ্রিস্টাদর্শ ও মানবিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ ও সজ্জিত হতে হবে। যে কোন বদ অভ্যাস থেকে তাদের অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে। তাদের ধর্মানুরাগ ও ধর্মশীলন, কথা-বার্তা, চাল-চলন সবই হতে হবে সকলের নিকট গ্রহণীয় ও অনুকরণীয়। তাদের জীবন ও উপদেশ এবং শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষার লক্ষ্য হতে হবে সকলের কাছে প্রশংসনীয়, আকর্ষণীয় ও সুস্পষ্ট। তাদের হতে হবে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাদের শ্রম ও পেশা বেতন দিয়ে পরিমাপ না করে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ, দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান এবং ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। শিক্ষক তার পেশাকে তাদের একটি খ্রিস্টীয় আহবান রূপে গ্রহণ করতে হবে। তাদের জীবন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে খ্রিস্টের আদর্শ, শিক্ষা ও উপদেশ নির্দেশের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তাকে হতে হবে খ্রিস্টেরই মত সহজ, সরল ও উদার এবং ভালবাসা, ক্ষমা ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ। তারা হবেন ন্যায়-পরায়ণতা, সততার আদর্শ এবং শিক্ষা ও সেবা কাজে হবে উৎসাহী ও নির্ভীক। খ্রীস্টধর্ম বিশ্বাসে হতে হবে নিঃসন্দিহান ও অবিচল।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের শিক্ষক শিক্ষিকাদের মনোভাব, আচার আচরণ হতে হবে বন্ধুসুলভ, আবার পিতৃ ও মাতৃ স্থানীয়; হাসিখুশী ব্যবহার এবং শাসন নির্দেশের সংগে থাকতে হবে ক্ষমা, ভালবাসা ও স্নেহ মমতার সম্পর্ক।

নৈতিক, মানবিক ও খ্রিস্টীয় শিক্ষাদানে তাকে হতে হবে স্পষ্টবাদী, নির্ভীক ও উৎসাহী। ন্যায়-পরায়ণতা, সততা, ধর্মানুরাগ ও যথারীতি ধর্মশীলন হবে তার জীবনের ভূষণ বা অলংকার। খ্রিস্টধর্ম এবং মানবিক নীতি জ্ঞান ও সেবা কাজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাতে তিনি হবে দক্ষ, উৎসাহী ও আন্তরিক; যেন তার শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সত্যিকারভাবেই আদর্শ ও পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। তারা যেন সমাজে ও দেশের মানুষের সেবায় ও আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহী হয়। ধর্মানুরাগ ও জীবচ চরিত্র, পরিশুদ্ধ রাখার জন্য খ্রিস্টধর্ম শিক্ষকদের অবশ্যই প্রার্থনায় মনোযোগী হতে হবে এবং পবিত্র বাইবেল সহ সাধু সাধ্বী এবং মনীষীদের জীবনী ও নৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন বই পড়ার অভ্যাস করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. খ্রিষ্ট ধর্মের শিক্ষকদের হতে হবে .....।
(ক) উচ্চচ শিক্ষিত (খ) চালাক-চতুর
(গ) সময়ানুবর্তী (ঘ) ধর্মানুরাগী ও আদর্শ মানুষ

২. কেউ খ্রিষ্ট ধর্মের শিক্ষক হতে পারেন না, যদি তিনি .....।
(ক) জ্ঞানী না হন (খ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হন
(গ) খ্রিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী না হন (ঘ) খ্রিষ্টান না হন

৩. খ্রিষ্ট ধর্মের শিক্ষকের চরিত্র ও ব্যবহার হবে .....।
(ক) ফুলের মত (খ) প্রধান শিক্ষকের মত
(গ) বন্ধু ও পিতা-মাতার মত (ঘ) সৈনিকের মত

৪. খ্রিষ্ট ধর্মের শিক্ষকের লক্ষ্য থাকবে যেন শিক্ষার্থীরা .....।
(ক) নৈতিক ও মানবিক জ্ঞানে পরিপ র্ণ হয়ে উঠতে পারে
(খ) সমাজের নেতা হতে পারে
(গ) যীশু খ্রিস্ট হতে পারে
(ঘ) ভাল ছাত্র-ছাত্রী হতে পারে

৫. খ্রিষ্ট ধর্মের শিক্ষকদের শিক্ষকতার পেশাকে মনে করতে হবে .....।
(ক) ঈশ্বরের একটি আহবান
(খ) একটি ভীষণ মর্যাদার চাকরী
(গ) একটি ভাল কাজ
(ঘ) একটি বড় পেশা

পাঠ ৯.৪

খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষাকে শিশুদের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলার উপকরণ ও উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- একজন উত্তম শিক্ষকরূপে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতে পারবেন;
- শিক্ষার্থীদের কাছে আপনার পাঠদান ও শিক্ষা আকর্ষণীয় করে তুলতে পারবেন;
- ছবি, চার্ট ও অংকনের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয় আকর্ষণীয় করতে পারবেন;
- গল্প ও অভিনয়ের মাধ্যমে ধর্ম শিক্ষাকে সহজ ও গ্রহণীয় করে তুলতে পারবেন এবং
- পাইড শো ও অন্যান্য উপকরণের সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

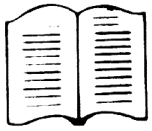

একজন উত্তম, আদর্শ ও দায়িত্বশীল শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ ও মন মানসিকতার বিষয়ে অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, পরিবেশ, মনমানসিকতা, এমন কি কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রভাব থাকে। শিক্ষার্থীদের শ্রেণি ও বয়স অনুযায়ী মেধা ও ধারণ ক্ষমতারও তারতম্য হয়। এই জিনিসগুলো মনে রেখেই শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিজ নিজ শিক্ষার্থীদের উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য শিক্ষাদান আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য উত্তম ও আদর্শ শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিজেদের পরিবেশ ও প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের শিক্ষাকে আকর্ষণীয়, প্রাণবন্ত ও গ্রহণীয় করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং পদ্ধতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। তাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয়ের দিকে মনোযোগী হবে, তা গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে। একজন খ্রিস্টধর্ম শিক্ষক/শিক্ষিকা নিম্নলিখিত উপায়ে পাঠ্য বিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন:

(ক) খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষককে অবশ্যই পাঠদান বিষযটির উপর পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসতে হবে।
(খ) সহজ সরল ভাষায় পাঠ্য বিষয়টির বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে।
(গ) পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় চার্ট, ছবি দেখাতে হবে।
(ঘ) রঙিন চক দিয়ে পাঠ্য বিষয়টির সম্পর্কিত ছবি আঁখতে হবে।
(ঙ) বিষয়টি গল্প ও অভিনয়ের সাহায্যে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।
(চ) গল্প, অভিনয় ও অংকনে শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।
(ছ) সম্ভাব্য পাইড শো ও চলচিত্রের মাধ্যমেও শিক্ষাকে ফলপ্রসূ ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন।

(জ) শিক্ষার্থীদের অংকন, গল্প বলা ও লিখন এবং ছবি সংগ্রহ করার প্রতিযোগিতা ও ছোট ছোট পুরস্কার দিয়ে শিক্ষাকে বেশ আকর্ষণীয়, গ্রহণীয় ও ফলপ্রসূ করে তোলা যেতে পারে। একজন সত্যিকার আদর্শ ও দক্ষ শিক্ষক শিক্ষাকে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন।

মনে রাখুন: অনেকেই শিক্ষক শিক্ষিকা হন, কিন্তু উত্তম, আদর্শবান এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, দক্ষ ও দায়িত্বশীল শিক্ষক শিক্ষিকাই শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. একজন খ্রিস্টধর্ম শিক্ষককে বিষয়বস্তু সম্পর্কে–
(ক) পূর্বেই
(খ) ক্লাশে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে

২. একজন উত্তম শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের–
(ক) স্বাস্থ্য
(খ) মন মানসিকতা বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে

৩. শিক্ষককে ক্লাশে প্রয়োজনীয়–
(ক) চক
(খ) উপকরণাদি নিয়ে যেতে হবে

৪. শিক্ষার্থীদের নিকট শিক্ষণীয় বিষয়–
(ক) বই পড়া
(খ) গল্প বলা, অভিনয়, পাইড শো ও অংকন ইত্যাদির মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়

৫. শিক্ষার্থীদের ও বিভিন্নভাবে শিক্ষণীয় বিষয়ে–
(ক) অংশগ্রহণ
(খ) যোগ্যতা থাকতে হবে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক স্তরে খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
২. চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে খ্রিষ্ট ধর্মের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৩. খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষকদের কি কি গুণাবলী থাকা উচিত বলে মনে করেন? সংক্ষেপে তা লিখুন।
৪. খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের কাছে কিভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় বলে মনে করেন? সংক্ষেপে লিখুন।
৫. খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষাদান আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য একটি প্রয়োজনীয় উপকরণাদির তালিকা নির্ণয় করুন।

উত্তরমালা

ইউনিট- ১
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১
১। ঘ; ২। ঘ; ৩। ঘ; ৪। গ; ৫। খ।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২
১। ক; ২। গ; ৩। গ; ৪। ক।

ইউনিট- ২
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১
১। গ; ২। খ; ৩। ঘ; ৪। ক; ৫। ঘ; ৬। খ; ৭। ঘ; ৮। ঘ।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২
১। ঘ; ২। গ; ৩। খ; ৪। ক; ৫। গ।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩
১। গ; ২। ঘ; ৩। ক; ৪। গ; ৫। গ; ৬। ক; ৭। খ; ৮। খ।

ইউনিট- ৩
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১
১। গ ; ২। খ ; ৩। গ ; ৪। গ ; ৫। খ।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২
১। গ; ২। খ; ৩। খ; ৪। খ; ৫। খ।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩
১। খ; ২। ক; ৩। খ; ৪। গ; ৫। ঘ।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪
১। ক; ২। গ; ৩। খ; ৪। ঘ; ৫। ক।

ইউনিট- ৪

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

১। গ ; ২। ঘ ; ৩। গ ; ৪। ক ; ৫। ক ; ৬। ক; ৭। গ; ৮। খ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

১। গ; ২। খ; ৩। ক; ৪। খ; ৫। গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

১। খ; ২। ক; ৩। খ; ৪। ক; ৫। ঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

১। গ; ২। খ; ৩। ক; ৪। খ; ৫। ক।

ইউনিট- ৫

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

১। খ ; ২। গ ; ৩। ক ; ৪। খ ; ৫। ক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

১। খ; ২। গ; ৩। ক; ৪। ক; ৫। খ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

১। ক; ২। ঘ; ৩। খ; ৪। ক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

১। খ; ২। ঘ; ৩। খ; ৪। ক; ৫। ঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫

১। খ; ২। ক; ৩। ক; ৪। ক; ৫। ক; ৬। খ।

ইউনিট- ৬

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

১। ঘ; ২। ঘ; ৩। গ; ৪। গ; ৫। ক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

১। গ; ২। ঘ; ৩। ঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

১। গ; ২। ঘ; ৩। ঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪

১। ঘ; ২। খ; ৩। ঘ; ৪। গ; ৫। খ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫

১। ঘ; ২। ঘ; ৩। ক; ৪। খ; ৫। ঘ; ৬। ক; ৭। গ; ৮। খ।

ইউনিট- ৭

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১

১। খ; ২। গ; ৩। ক; ৪। গ; ৫। গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২

১। খ; ২। ক; ৩। খ; ৪। গ; ৫। খ; ৬। ক।

ইউনিট- ৮

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১

১। ঘ; ২। গ; ৩। ঘ; ৪। গ; ৫। গ; ৬। ক; ৭। গ; ৮। ঘ; ৯। ঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২

১। ঘ; ২। গ; ৩। ঘ; ৪। ঘ।

ইউনিট- ৯

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১

১। খ ; ২। ক ; ৩। খ ; ৪। ক ; ৫। ঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২

১। গ; ২। খ; ৩। ক; ৪। ঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩

১। ঘ; ২। খ; ৩। গ; ৪। ক; ৫। ক।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন- ৯.৪

১। ক; ২। খ; ৩। খ; ৪। খ; ৫। ক।